দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 28 APR 2015 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

সুজানগর ও সিলেটে অর্ধশতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফাটল

■ সুজানগর (পাবনা) সংবাদদাতা

পর পর দুইদিনের ভূমিকম্পে পাবনার সুজানগরের অর্ধশত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে। ফলে ভবন ধস আতঙ্কে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পাঠদান চলছে খোলা আকাশের নীচে।

গত শনিবারের জোরালো এবং রবিবারের মৃদু ভূমিকম্পের প্রভাবে উপজেলার সুজানগর পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, সাতবাড়ীয়া, বোনকোলা, মালিফা, পোড়াডাঙ্গা এবং তাঁতীবন্দ উচ্চ বিদ্যালয় এবং দুলাই, রানীনগর, মহব্বতপুর হাটখালী বড়ুরিয়া, হেমরাজপুর, শাগতা, চলনা, কৃষ্ণপুর, নারায়ণপুর, বিন্নাডাঙ্গী এবং উদয়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ প্রায় অর্ধশত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাতবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও চলনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ দু'টি বিদ্যালয়ের ভবনে মারাত্মক ফাটল ধরার পাশাপাশি পলেস্তারা খসে রড বের হয়ে গেছে।

ক্ষতিগ্রস্ত এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জানান, বছরের পর বছর অতি পুরাতন জরাজীর্ণ ভবনে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পাঠদান চলছিল। এরই মধ্যে পর পর দুইদিনের ওই ভূমিকম্পে ভবনগুলোতে মারাত্মক ফাটল ধরায় আরো ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছে। ফলে ভয়ে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে না যাওয়ায় তাঁদের খোলা আকাশের নীচে পাঠদান করতে হচ্ছে। ভুক্তভোগী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা ওই সব ভবন সংস্কারের ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

সিলেট: সিলেটের স্কলার্স হোম স্কুলের পাঠানটুলা ক্যাম্পাস ভবনের দেয়ালে ফাটল দেখা দেয়ায় গতকাল সোমবার সকালে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে আতংক দেখা দেয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের ছুটি দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি একদিনের বন্ধ ঘোষণা করেন।

সোমবার সকালে শিক্ষার্থীরা স্কুলে এসেই স্কলার্স হোম ১১ তলা ভবনের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলার ক্লাসরুমের দেয়ালে ফাটল দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে বিষয়টি অভিভাবকদের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেলে অভিভাবকরা ক্যাম্পাস থেকে তাদের বাচ্চাদের নিয়ে যেতে চান এবং বিক্ষোভ করতে থাকেন। পরে স্কুল কর্তৃপক্ষ স্কুল ছুটি দিয়ে আজ মঙ্গলবার একদিনের জন্য স্কুল ছুটি ঘোষণা করেন।

স্কলার্স হোম স্কুল কর্তৃপক্ষ বলেন, ভূমিকম্পে নয় নির্মাণ ত্রুটির কারণেই ফাটল দেখা দিয়েছে। বিল্ডিং কোড মেনেই ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। ফাটল মেরামত করতে একদিনের জন্য স্কুল ছুটি দেয়া হয়েছে। একাডেমিক কাউন্সিলের প্রধান প্রফেসর ড. কবির চৌধুরী বলেন, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টি আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার। প্রকৌশলীরা ভবন পরিদর্শনে এসেছেন। তাদের মতামতের ভিত্তিতে দ্রুত এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।